

মুবারক হো  
মাহে রমজান



দৈনিক ইনকিলাব  
বিশেষ সংখ্যা

# মাহে রমজানের মওয়াত

বিচারপতি মুফতী মুহাম্মদ  
তাকী উসমানী

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'রমযান মাসই হল সে মাস, যে মাসে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হিদায়াত এবং সত্য পথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ, আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোযা রাখবে।' (সূরা ১০৮, আয়াত নং-১৮৫)

**রমযান একটি শ্রেষ্ঠ নেয়ামত** : মাহে রমযান আল্লাহর পক্ষ হতে বান্দার প্রতি একটি শ্রেষ্ঠ নেয়ামত। এ মহা বরকতময় মাসের মূল্য সম্পর্কে আমরা অজ্ঞ। কেননা আমরা তো দিবা-রাত্রি পার্থিব কাজে ব্যস্ত। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দুনিয়া অর্জনের পিছনে লিপ্ত থাকি। আমরা মাহে রমযানের যথাযথ মূল্যায়ন করি না। যাদের প্রতি মহান প্রভু তাঁর অনুগ্রহ এবং মাহে রমজানের নূর ও বরকত বর্ষণ করেন, একমাত্র তা'রাই এ মুবারক মাসের মূল্যায়ন করে থাকেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রজব মাসের চাঁদ দেখে এ দু'আ পড়তেন, 'আল্লাহুমা বারিক লানা ফী রাজাবা ওয়া শাবান, ওয়া বাল্লিগনা রমযান। (মাজমাউয যাওয়য়িদ, ২/১৬৫) 'হে আল্লাহ! রজব ও শাবান মাসে আমাদের প্রতি বরকত নাযিল করুন এবং আমাদেরকে মাহে রমযান পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিন।' অর্থাৎ আমাদের বয়সকে এতটুকু দীর্ঘায়িত করুন, যার ফলে আমরা মাহে রমযান লাভ করতে পারি। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রমযান আসার দু'মাস পূর্বেই রমযানের অপেক্ষা এবং তা পাওয়ার প্রার্থনা শুরু হয়ে গিয়েছে। এ কাজ তা'রাই করতে পারে, যাদের কাছে রমযানুল মুবারকের যথাযথ কদর এবং মূল্যায়ন রয়েছে।

**বয়স বৃদ্ধির দু'আ** : এ হাদীস দ্বারা পরিষ্কার প্রতিভাত হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি এ নিয়তে বয়স বৃদ্ধির দু'আ করে যে, আমি এ বয়সকে মহান আল্লাহর বিধান অনুযায়ী সঠিকভাবে ব্যবহার করব, তাহলে বয়স বৃদ্ধির জন্য দু'আ করা জায়য আছে। কিন্তু যারা এ ধরনের দু'আ করে, 'হে আল্লাহ! আমাকে মৃত্যু দাও, আমাকে দুনিয়া হতে উঠিয়ে নাও।' রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ ধরনের দু'আ করতে নিষেধ করেছেন। এবং মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করতেও নিষেধ করেছেন। তুমি একথা মনে করে দু'আ করছ যে, দুনিয়ার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, তাই আল্লাহর দরবারে পৌঁছে শান্তিতে বসবাস করবে। কিন্তু একটু চিন্তা কর, সে যিন্দগীর জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ? একথা কি জানা আছে, এ মুহূর্তে মৃত্যু ঘটলে কি পরিণতি হবে? এ জন্য সর্বদা এ দু'আ করা উচিত-

আল্লাহ যেন নিরাপদে রাখেন এবং যতদিন বেঁচে থাকি, ততদিন যেন তাঁর সন্তুষ্টি অনুযায়ী জীবনযাপন করার তাওফীক দান করেন।

রমযানের অপেক্ষা কেন? এখন প্রশ্ন হল, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রমযানের জন্য এত উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতেন কেন?

তার কারণ হল, আল্লাহ তা'আলা মাহে রমজানকে তাঁর মাস হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। বাহ্যত আমরা মনে করি, মাহে রমজানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে— তাতে রোযা রাখা, তারাবীহর নামায পড়া, ব্যাস। কিন্তু মূলত তা এখানেই শেষ নয়। বরং মাহে রমজানে রোযা, তারাবীহ কিংবা যে কোন ইবাদতই হোক না কেন, এসব ইবাদাত একটি বড় জিনিসের নিদর্শন। তাহল আল্লাহ তা'আলা মাহে রমযানকে নিজ মাস হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। যাতে করে যেসব লোক এগার মাস যাবত দুনিয়া অর্জনের পিছনে হন্যে হয়ে দৌড়িয়েছে, আল্লাহর সান্নিধ্য হতে দূরে ছিল এবং তাঁর নৈকট্য অর্জনে উদাসীন ছিল, তাদেরকে একটি মাস তাঁর নৈকট্য অর্জনের জন্য দান করে বলেন, তোমরা আমার থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছ, দুনিয়ার কাজকর্মে ব্যস্ত হয়ে গিয়েছে, তোমাদের চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা, কাজ-কর্ম সব কিছুই দুনিয়া অর্জনের পিছনে ব্যয় করেছ, এ পর্যায়ে আমি তোমাদেরকে একটি মাস দান করছি। এ মাসে তোমরা আমার সান্নিধ্য লাভ কর।

**রহমতের বিশেষ মাস :** মহান আল্লাহ মানব জাতির সৃষ্টিকর্তা। তিনি জানেন মানুষ দুনিয়াবি কাজে ব্যস্ত হয়ে তাঁকে ভুলে যাবে। দুনিয়া অর্জনে যতটুকু উৎকর্ষিত ও উদগ্রীব হবে, আল্লাহর ইবাদতের প্রতি ততটুকু উৎসাহী হবে না। আল্লাহ মানব জাতিকে লক্ষ্য করে বলেন, আমি তোমাদেরকে প্রত্যেক বছর একটি রহমতের মাস দান করব, যাতে করে দুনিয়ার কাজ-কর্মে, ধন-সম্পদ উপার্জনের কারণে এগার মাস আমার থেকে দূরে সরে যাওয়ায় এই মাসে আমার নৈকট্য ও সান্নিধ্য অর্জন করতে পার। সুতরাং, আমার সান্নিধ্যে এসে নিজ অন্তরকে যিকির দ্বারা সমৃদ্ধ কর। এসব উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মুবারক মাস মাহে রমযান দান করেছেন।

**নৈকট্য অর্জনের মাস :** আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেসব তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল। যেন তোমরা তাকওয়া বা পরহেযগারী অর্জন করতে পার। (সূরা : ২, আয়াত : ১৮৩) এগার মাস তোমরা যেসব কাজে লিপ্ত ছিলে, তা তোমাদের তাকওয়ার শক্তিকে দুর্বল করে দিয়েছে। তাই রোযার মাধ্যমে তাকওয়ার বৈশিষ্ট্যকে পুনরায় শক্তিশালী কর। সুতরাং মাহে রমযান শুধুমাত্র এতটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় যে, কেবল রোযা রাখবে আর তারাবীহ পড়বে। বরং মাহে রমযানকে এ জন্য নির্ধারিত করা যে, এগার মাস আমরা আমাদের সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য এবং ইবাদত থেকে দূরে সরে গিয়েছি। এ মাসে সে দূরত্ব নিরসন করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে হবে। এ লক্ষ্যে মাহে রমযানকে অধিকহারে ইবাদতের জন্য পূর্ব থেকেই অবসর করা। কেননা, দুনিয়াবি কাজকর্ম দীর্ঘ এগার মাস চলতে থাকে, তাই এ মাসের কাজকর্মকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করে তাকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের কাজে ব্যয় করা।

**মাহে রমযানের প্রস্তুতি :** মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ) বলতেন, রমযানের প্রস্তুতি অর্থ হচ্ছে, মানুষ পূর্ব থেকেই এ পরিকল্পনা করবে যে, দৈনন্দিন কাজ-কর্ম যেমন— চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি ইত্যাদি যাবতীয় কাজ হতে যেসব কাজ অন্য সময় করা যায়, সেগুলোকে রমযানে না করা। এ কাজসমূহ না করার ফলে যে সময়টুকু পাওয়া যাবে, সে সময়কে ইবাদতে ব্যয় করা। যাদের পক্ষে রমযান মাসকে ইবাদতের জন্য অবসর করা সম্ভব, তারা অবসর করবে। আর যাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তারা কমপক্ষে তাদের সময়কে এমনভাবে সাজাবে যাতে মাহে রমযানের অধিকাংশ সময়টুকু আল্লাহর প্রত্যক্ষ এবং সরাসরি ইবাদতে লিপ্ত থাকা যায়। মূলত এটাই মাহে রমযানের উদ্দেশ্য।

বেশী করে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা : রমযান মাস কুরআনের মাস। এ মাসে অধিক পরিমাণে কুরআনে কারীম তিলাওয়াত করা উচিত। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) রমযানের প্রতিদিন এক খতম, প্রতি রাতে এক খতম এবং প্রত্যেক তারাবীতে এক খতম করে কুরআনে কারীম পড়তেন। এভাবে পুরো রমযানে ৬১ বার কুরআন শরীফ খতম করতেন। বড় বড় বুয়ুর্গদের রমযান মাসের ইবাদতে অন্যতম ইবাদত ছিল কুরআন তিলাওয়াত। সুতরাং আমাদেরও অন্যান্য মাস অপেক্ষা রমযান মাসে অধিকহারে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত

করা উচিত।

**বেশী বেশী নফল নামায পড়া :** যেসব নফল নামায অন্যান্য মাসে তাওফীক হয় না, সেগুলোর প্রতি মাহে রমযানে বিশেষভাবে যত্নবান হওয়া। যেমন সাধারণত অন্যান্য সময় তাহাজ্জুদ নামায পড়ার তাওফীক হয় না, কিন্তু রমযান মাসে যেহেতু সাহরী খাওয়ার জন্য উঠতেই হয়, সেহেতু একটু তাড়াতাড়ি উঠে তাহাজ্জুদ পড়ার চেষ্টা করা। এ ছাড়া ইশরাক, চাশত ইত্যাদি সাধারণত অন্যান্য সময় পড়ার তাওফীক হয় না বিধায় কমপক্ষে এসব নফল নামায রমযান মাসে পড়ার চেষ্টা করা।

**বেশী বেশী দান-সদকা করা :** রমযান মাসে যাকাত ছাড়াও অন্যান্য নফল দান-সদকা বেশী বেশী করার চেষ্টা করা। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সাঃ) পুরো বছরই দান-সদকা করতেন, কিন্তু রমযানে তাঁর দানশীলতা প্রবাহমান বায়ু অপেক্ষাও অধিকতর প্রবাহমান ছিল। যে কোন অভাবি তাঁর কাছে আসত, তাঁকেই তিনি দান করতেন। সুতরাং আমাদেরও মাহে রমযানে বেশী বেশী দান-সদকা করা উচিত।

**বেশী বেশী যিকির করা :** এ ছাড়া চলতে-ফিরতে উঠতে-বসতে বেশী বেশী আল্লাহর যিকির করা। হাত দ্বারা কাজ করবে, আর মুখ দ্বারা আল্লাহর যিকির করবে। যেমন- সুবহানাল্লাহি ওয়ালা হামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালাহু আকবার। সুবহানাল্লাহি ওয়াবি হামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আওয়ীম। লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আওয়ীম ইত্যাদি। উপরন্তু বেশী বেশী দরুদ শরীফ, ইস্তিগফার পড়বে। এ ছাড়া যে কোন যিকির চলতে-ফিরতে করতে থাকবে।

**গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার প্রতিজ্ঞা করা :** বিশেষত রমযান মাসে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা। এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করা যে, ইনশাআল্লাহ গুনাহর প্রতি দৃষ্টিনিবন্ধ করব না। মুখ দ্বারা মিথ্যা কথা বলব না। গীবত করব না, কাউকে কষ্টদায়ক কিছু বলব না, রমযান মাসে মুখে তালা লাগাতে হবে। গীবত করা, কিথ্যা বলা, অনর্থক কথা-বার্তা, গল্প-গুজব করা থেকে বেঁচে থাকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করা।

**বেশী বেশী দু'আ করা :** অধিকন্তু এ মুবারক মাসে আল্লাহর দরবারে বেশী বেশী দু'আ করা। এ মাসে রহমতের দ্বার উন্মুক্ত থাকে। রহমতের বারি বর্ষিত হতে থাকে, ক্ষমা প্রার্থনার জন্য আহ্বান করা হয়। আল্লাহর পক্ষ হতে আহ্বান করা হয় যে, আছে কোন প্রার্থনাকারী, যার প্রার্থনা আমি কবুল করব। সুতরাং সকাল-সন্ধ্যা, দিন-রাত আল্লাহর নিকট দু'আ প্রার্থনা করা। তিনি ঘোষণা করেন, ইফতারের সময় দু'আ কর, আমি কবুল করব। রাতে দু'আ কর, আমি কবুল করব। শেষ রাতে দু'আ কর আমি কবুল করব। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিচ্ছেন যে, সর্বদা তোমাদের দু'আ কবুল করার দরজা উন্মুক্ত আছে। সুতরাং বেশী বেশী করে দু'আ করা উচিত।

আরিফ বিল্লাহ ডা. আবদুল হাই (রহঃ) বলতেন, এ মাস প্রার্থনার মাস। এ জন্য তাঁর ব্যক্তিগত অভ্যাস ছিল যে, তিনি রমযান মাসে আসরের নামাযের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত মসজিদেই অবস্থান করতেন। সে সময় কিছুক্ষণ তিলাওয়াত, কিছুক্ষণ তাসবীহ এবং কিছুক্ষণ মুনাযাতে মকবুল পড়তেন। অতপর ইফতার পর্যন্ত দু'আয় মগ্ন থাকতেন। সুতরাং যতটুকু সম্ভব আল্লাহর দরবারে দু'আ করার চেষ্টা করা। দু'আ নিজের জন্য, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের জন্য, দেশের জন্য এবং সারা জাহানের মুসলমানের জন্য করা। এ ধরনের দু'আ আল্লাহ অবশ্যই কবুল করবেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর অনুগ্রহে এ সকল জিনিসের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। মাহে রমযানের যথাযথ মূল্যায়নের তাওফীক দান করুন। রমযানের সময়কে সঠিকভাবে ব্যয় করার তাওফীক দান করুন।

লেখক : প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, সুপ্রীম কোর্ট পাকিস্তানের শরীয়া বেঞ্চার প্রধান।

ভাষান্তর : মুফ্তী জাবির হোসাইন

রহমত  
মাগফিরাত  
ও  
নাজাতের  
মাস

# রমজান

মাওলানা এম. এ. মান্নান

মানুষের সমগ্র জীবনকে আল্লাহপাকের ইবাদত বন্দেগিতে নিয়োজিত করাই ইসলামের আসল উদ্দেশ্য। চিন্তা ও কর্মের দিক দিয়ে এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহর ইবাদত পরিত্যাগ করা যাবে না। জীবনের প্রতিটি কাজে এবং চিন্তায় দেখতে হবে কিসে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি আর কিসে অসন্তুষ্টি। যে কাজে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি আছে সে কাজই করা প্রতিটি মুমিনের কর্তব্য। আর যে কাজ আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল (সঃ) পছন্দ করেন না, সে কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে।

ইবাদত কি : ইবাদতের অর্থ আল্লাহ পাকের আনুগত্য করা, তার হুকুম মানা, নিজেকে আল্লাহ পাকের নিকট সোপর্দ করে দেয়া। নিজের আজাদী এবং স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছায় পরিহার করে আল্লাহর বাদশাহী এবং আনুগত্যকে মাথা নত করে সর্বান্তকরণে স্বীকার করে নেয়া। অর্থাৎ জীবনের সকল ক্ষেত্রে কাজে-কর্মে আল্লাহকে মেনে চলা, পবিত্র কুরআন এবং হুজুর (সঃ)-এর সুন্নাতের চিরসুন্দর ও চিরকল্যাণকর আদর্শ মোতাবেক জীবনযাপন করা। অর্থাৎ যেভাবে, যে নিয়মে ইবাদত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেভাবে ইবাদত করা। নিয়মের ব্যতিক্রম করা হলে সে কাজগুলোকে ইবাদতের পর্যায়ে ফেলা হবে না বরং গুনাহ হবে।

আল্লাহ পাক কি নির্দেশ দিয়েছেন : মুমিনদের প্রতি আল্লাহ পাকের নির্দেশ হল- দৈনিক পাঁচবার নামাজ পড়তে হবে, রমজান মাসের রোজা রাখতে হবে, মালদার হলে যাকাত দিতে হবে এবং জীবনে একবার হজব্রত পালন করতে হবে।

উপরিউক্ত কাজ প্রতিটি মুমিন বান্দার উপর ফরজ বা অবশ্য করণীয়।

রোজা কি : রোজা ফারসী শব্দ। অর্থ উপবাস। রোজার আরবী শব্দ হল 'সাওম'। আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা। শরীয়তের পরিভাষায় সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার এবং কামাচার থেকে বিরত থাকা। আত্মিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের এক দুর্লভ সুযোগ এনে দেয় মাহে রমজানের রোজা। মানুষের মধ্যে পশু প্রবৃত্তি ও কু-প্রবৃত্তি আছে, সেগুলো মানুষকে অন্যায়ে পাপাচারে লিপ্ত করে, রোজা সে কু-প্রবৃত্তিগুলোকে দমন করে আত্মশুদ্ধি লাভের মহা সুযোগ এনে দেয়। সকল প্রকার অকল্যাণকর কাজ থেকে বিরত রেখে আল্লাহ পাকের খাঁটি বান্দা হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার সুযোগ এনে দেয় এই রোজা।

রোজার গুরুত্ব : মাহে রমজানের রোজার গুরুত্ব যে কত বেশী হুজুর পাক (সঃ)-এর নিম্নের হাদীসটিই তার প্রমাণ। হুজুর (সঃ) বলেন, আল্লাহ পাক হাদীসে কুদসীতে বলেন, 'রোজা তোমার জন্য আর আমিই এ প্রতিদান দেবো।' অন্য এক হাদীসে আছে, 'আমিই এর প্রতিদান'। রোজাকে আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্কিত করার কারণ হল এই যে, রোজাই একমাত্র ইবাদত যার মধ্যে লোক দেখানোর সম্ভাবনা থাকে না। রোজা রাখলে অন্যেরা বুঝতে পারে না। আর না রাখলেও যদি কেউ বলে আমি রোজা রেখেছি তা হলেও কেউ প্রমাণ করতে পারবে না যে, সে রোজা রাখেনি। মানুষ তখনই বুঝতে পারে, যখন সে লোক সম্মুখে পানাহার করে। কাজেই রোজা একমাত্র আল্লাহ পাককে ভয় করেই রাখা হয়।

(২) রোজাই একমাত্র ইবাদত যার সওয়াব এবং ফজিলতও নির্ধারণ করা হয় নাই। যেমন অন্যান্য ইবাদতের বেলায় আল্লাহ পাক বলেছেন, যে একটি সৎকর্ম করবে সে তার দশগুণ পাবে এবং যে একটি মন্দ কাজ করবে সে তার সমান শাস্তিই পাবে। বস্তুত তাদের উপর জুলুম করা হবে না। (সুরা আনআম : ১৬)

হুজুর (সঃ) বলেন, তোমাদের প্রতিপালক অত্যন্ত দয়ালু। কারণ যে ব্যক্তি কোন সৎকাজের শুধু ইচ্ছে করে, তার জন্য একটি নেকী লেখা হয়, ইচ্ছাকে কর্মে পরিণত করুক বা না করুক। অতঃপর যখন সে সৎ কাজটি সম্পাদন করে, তখন তার আমলনামায় দশটি নেকী লেখা হয়। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজের ইচ্ছে করে অতঃপর যদি সে ইচ্ছাকে কর্মে পরিণত করে, তবে একটি গুনাহ লেখা হয়, এহেন দয়া ও অনুকম্পা সত্ত্বেও আল্লাহর দরবারে ঐ ব্যক্তিই ধ্বংস হতে পারে, যে ধ্বংস হতেই দৃঢ়সংকল্প (বুখারী, মুসলিম ও নাসায়ী)।

উপরিউক্ত হাসীদ দ্বারা এটাই প্রমাণিত হল যে, সৎকাজের প্রতিদান দশগুণ দেয়া হবে এবং এটা সর্বনিম্ন। আল্লাহ পাক স্বীয় কৃপায় আরো বেশী দিতে পারেন এবং দেবেনও। অন্যান্য হাদীস দ্বারা সত্তরগুণ বা সাতশ'গুণ পর্যন্ত প্রমাণিত রয়েছে।

কিন্তু রোজার বেলায় তার ফজিলত নির্ধারিত হয় নাই। আল্লাহ পাক তাঁর নিজ হাতে এর প্রতিদান দেবেন।

(৩) রোজা আল্লাহ পাক-এর নিকট সবচেয়ে প্রিয় বন্দেগী।

উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় মোফাচ্ছেরিনগণ বলেছেন, রোজা আল্লাহ পাকের গুণাবলীর অনুরূপ। কারণ আল্লাহ পাক পানাহার এবং অন্যান্য সকল প্রয়োজন থেকে মুক্ত ও পবিত্র। রোজাদার ক্ষণিকের জন্য হলেও এই গুণটি অর্জনে সচেষ্ট হয়।

(৪) রোজা বান্দাকে আল্লাহ পাকের নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভের সুযোগ এনে দেয়। রোজার ফজিলত অপরিমিত। রমজানের রোজার মাধ্যমে মানুষ লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ এবং সকল প্রকার অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার সুযোগ পায়।

(৫) রমজান হল রহমতের মাস, মাগফেরাতের মাস, দোষখ থেকে মুক্তির মাস।

রমজান সম্পর্কে হুজুরে (সঃ)-এর ভাষণ

হযরত সালমান ফারসী (রঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে হুজুর পাক (সঃ) শা'বানের ২৯ তারিখে এক ভাষণে বলেন : হে লোক সকল! একটি বরকতের মাস তোমাদের দ্বারে সমুপস্থিত। এই মাসে এমন একটি রাত রয়েছে, যে রাতের ইবাদত হাজার মাসের ইবাদতের চেয়ে উত্তম। আল্লাহ পাক এ মাসের রোজা ফরজ করেছেন। এ মাসে ইবাদত অতি সওয়াবের কাজ। এই মাসে কেউ যদি একটি নফল ইবাদত করে তবে তার সওয়াব অন্য মাসের ফরজের সমতুল্য দেয়া হবে। আর এই মাসের ফরজের সওয়াব অন্যান্য মাসের সত্তরটি ফরজের সমতুল্য।

রমজান ধৈর্যের মাস। আর ধৈর্যের প্রতিদান বেহেশত। এই মাস পরস্পর সহানুভূতি ও সদ্ব্যবহারের মাস। এ মাসে মুমিনের রিজিক বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। এ মাসে যে ব্যক্তি কোন রোজাদারকে ইফতার করাবে তার গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে এবং দোষখ থেকে নাজাত দেয়া হবে। এতে রোজাদারের সওয়াবের কোনো কমতি হবে না। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! অনেকে রোজাদারকে ইফতার করার সামর্থ্য রাখে না। প্রিয়নবী (সঃ) ইরশাদ করলেন শুধুমাত্র একটি খেজুর, একটু দুধ বা পানি দ্বারা ইফতার করানোই যথেষ্ট হবে।

এই রমজানের প্রথম দশদিন রহমতের, দ্বিতীয় দশদিন মাগফিরাতে এবং তৃতীয় অংশ দোষখ থেকে মুক্তি লাভের। যে ব্যক্তি তার অধীণস্থ লোকদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে আল্লাহ পাক তার গুনাহ মাফ করে দেবেন।

তাই আসুন, রমজানের পবিত্রতা রক্ষার জন্য দৃঢ়সংকল্প হই, যাতে করে আল্লাহ পাকের রহমত, বরকত, মাগফেরাত ও নাজাত লাভ করে দোষখের কঠিন শাস্তি থেকে রেহাই বা নিষ্কৃতি পেতে পারি। আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে রোজা রাখার তৌফিক দান করুন, আমীন।

লেখক : প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, সাবেক মন্ত্রী, সভাপতি, জামিয়াতুল মোদারেসীন, বাংলাদেশ।

# দারিদ্র্য বিমোচন ও জাতীয় উন্নয়নে সিয়াম ও জাকাত

মাওলানা আতাউর রহমান খান

বছরের সেরা মাস রমযান। চান্দ্র এ নবম মাসেই নাযিল হয়েছে পবিত্র কোরআন। এ মাসে একটি রাত এমন আছে যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। এ মাসের প্রথম দশ দিন রহমতের, মধ্য দশ দিন ক্ষমার এবং শেষ অংশ জাহান্নাম থেকে মুক্তির। রমযানের পূর্ণ মাস মুসলিম জাতির উপর সিয়াম বা রোযা ফরয করা হয়েছে। পূর্ববর্তী যুগের লোকদের উপরও রোযা ফরয করা হয়েছিল। রোযার উদ্দেশ্য মানুষকে আলোকিত, খোদাভীরু ও শালীন করে তোলা। রাসূলে করীম (স.) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাস ও পূণ্যের প্রত্যয় নিয়ে রমযানের দিবসে রোযা রাখবে এবং রাতে (তারাবীহ) নামায পড়বে তার অতীত জীবনের গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে। পবিত্র হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি রমযান পেয়েও নিজ গোনাহ খাতা মাফ করিয়ে নিতে পারল না তার চেহারা ধূলিধূসরিত হোক! আল্লাহতাআলা বলেন, রোযা একান্তভাবেই আমার জন্য আর আমিই এর বদলা দেব— হাদীসে কুদসী। দিবা ভাগে পানাহার ও বৈধ যৌনকর্ম থেকেও বিরত থাকা রোযার অবশ্য পালনীয় অংশ। এর বাইরেও রোযার দাবী এই যে, মানুষ সর্বপ্রকার পাপ, অশ্লীলতা ও অশোভন আচরণ থেকে বেঁচে থাকবে। বিশেষতঃ সামাজিক ব্যাধি যথাঃ পরচর্চা, হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি, মারামারি, অত্যাচার, প্রতারণা ও সর্ববিধ অপকর্ম থেকে সতর্কভাবে দূরে থাকবে। বলা হয়েছে, রোযা রেখেও যে ব্যক্তি মিথ্যা ও পাপাচার থেকে বাঁচল না, তার অর্থহীন উপবাসের কোন প্রয়োজন আল্লাহর নেই।

মানুষের মধ্যকার পশুত্ব ও শয়তানি প্রবণতাসমূহ নিয়ন্ত্রণ এবং নির্মূলের এক সাধনা এই সিয়াম। রমযান শব্দটিও এসেছে তাপদাহবোধক আরবী শব্দ 'রময' থেকে। ক্ষুধা তৃষ্ণা সংযম ও সাধনার মাধ্যমে নিজেকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাঁটি সোনায রূপান্তরিত করার নামই তাকওয়া অর্জন। রমযানকে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, শাহরুল মোওয়া সা-ত বা সহমর্মিতার মাস। অন্যের দুঃখে দুঃখী হওয়া, অন্যের কষ্ট ভাগ করে নেয়ার মহান শিক্ষা এ মাসের অন্যতম মৌলিক প্রেরণা। ঘৃষ, দুর্নীতি, প্রতারণা, আত্মসাৎ ইত্যাদিতে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত ও বিপন্ন এ জাতির নৈতিক চরিত্র সংশোধনে সিয়াম সাধনা বিকল্পহীন মহৌষধ। বাংলাদেশের ন্যায় সমস্যাসংকুল দেশে মুসলিম সম্প্রদায় যদি অপর মুসলিম ভাইদের দুঃখ-কষ্ট বোঝেন এবং তাদের অভাব অভিযোগের, অনুভূতিগুলোর সাথে একাকার হয় তাহলে এদেশের ধ্বংসাত্মক দারিদ্র্য ও অবক্ষয় অনেকাংশে লাঘব হবে। ইসলাম এক্ষেত্রে দান করেছে যাকাতের সুন্দরতম বিধান। এছাড়াও নানাভাবে ইসলাম ঐচ্ছিক দানে উৎসাহিত করেছে সক্ষমদের। পবিত্র রমযানের রোযার সম্ভাব্য অপূর্ণতা ও বিচ্যুতি দূর করার জন্য মহান আল্লাহ হুকুম দিয়েছেন সাদকাতুল ফিতর প্রদানের। সচ্ছল ব্যক্তির নিজের এবং নিজ পরিজনদের পক্ষ থেকে ঈদের আগেই এ সদকা আদায় করে দেবেন। অভাবী, অনাথ ও বঞ্চিত মুসলমানদের এটা পাওনা।

প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মিলন আজ অত্যন্ত কঠিন বিষয়। বর্তমান এ সমাজে আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সিংহভাগ মানুষই বঞ্চনা ও ব্যর্থতার উপলব্ধিতে নিদারুণ আক্রান্ত। ধৈর্য, সততা, অল্পে তুষ্টি এবং নির্মোহতার আত্মিক সাধনার সোপান পরিক্রমণ আর ইসলামের সংস্কারবাদী চেতনার শাণিত উপলব্ধি নিয়ে সকল অয়িমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মহা প্রেরণাই অধঃপতিত মানুষের মুক্তির পথ। পবিত্র রমযান বাতিলের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াইয়ের ঐতিহ্যবাহী মাস। হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী 'বদর' মহাসমর এ মাসকে দিয়েছে বাড়তি অনেক কিছু।

দুনিয়ার বিপদগ্রস্ত মুসলিম জাতির লাঞ্ছনা, বঞ্চনা এবং নিস্তেজ অস্তিত্বের গ্লানি দূর করতেও রমযানের সাধনা থেকে শক্তি সংগ্রহ করতে হবে। খোদাদ্রোহী তাগুতী শক্তির সকল অপকৌশল, কূটজাল আর চক্রান্তের

বেড়াজাল ছিন্ন করে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর প্রত্যয়ী সিদ্ধান্তও নিতে হবে এ রমযানের অর্জন থেকেই। ধন-সম্পদ ও অর্থ-বিত্তের সুখম বন্টন তথা স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত করতে পারে কেবল ইসলামী অর্থব্যবস্থা। আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী অর্থব্যবস্থা চালু না থাকলেও সমাজের অনেক মানুষই ব্যক্তিগত আয়-উপার্জন ও ব্যয়-বিতরণে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলতে সচেষ্ট আছেন। ইসলাম সামাজিকভাবে মানুষকে কিছু দায়িত্ব দিয়েছে। প্রতিটি সক্ষম মুসলমানকে আল্লাহপাক দিয়েছেন আর্থিক ইবাদতের নির্দেশ। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছেঃ তোমাদের অর্থ-সম্পদে অভাবী ও প্রার্থীদের জন্য রয়েছে নির্ধারিত অংশ। তাছাড়া পাক কোরআনে অসংখ্যবার বলা হয়েছে, যাকাত বিধানের কথা। সম্পদ ব্যয়ের মূলনীতিরূপে বলা হয়েছে, প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন-সম্পদ কুক্ষিগত না করে ব্যয় করে দেয়ার কথা। উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগও এই ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। অভুক্ত প্রতিবেশীর খবর না নিয়ে নিজে পেটপুরে খাওয়া ঈমানদারের চরিত্র হতে পারে না। বিত্তবান মানুষকে বলা হয়েছে, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও সাধারণ অভাবী মানুষের প্রতি তোমার দায়িত্ব অনেক। বিধবা, এতীম, বন্দী, বিপর্যস্ত, শরণার্থী ও বিপদগ্রস্ত পরদেশীর প্রতি তোমার কর্তব্যও নির্ধারিত। এসব আর্থিক বিধি-বিধান রাষ্ট্রীয়ভাবে বাস্তবায়িত হলে এদেশ যে জান্নাতী রাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহ করত, কোন প্রকৃত মুসলমানের মনেই এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। কিন্তু ইসলাম বিবর্জিত, মানব গড়া শাসন ও অর্থব্যবস্থায় এ আশা সুদূরপর্যায়ত। অবশ্য ব্যক্তিগত পর্যায়ে সম্ভাব্য আর্থিক দায়িত্ব পালনে এগিয়ে এসে আমরা আখেরাতের কঠিন আযাব থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারি। পারি সামাজিক পর্যায়ে সুখম অর্থব্যবস্থার সুফল ভোগ করতে। যারা মালের যাকাত দেয় না অথবা ফরয ওয়াজিব বা সাময়িক অপরিহার্য আর্থিক ইবাদত পালন করে না তাদের ধন-সম্পদ, সোনা-দানা ও বিত্ত-বৈভবকে পরকালে বিষাক্ত সর্পের রূপ দিয়ে আল্লাহ এই অবাধ্য বান্দার গলায় ঝুলিয়ে দেবেন এবং এগুলোকে অস্ত্রের রূপ দিয়ে আগুনে উত্তপ্ত করে এই অপরাধী বান্দার দেহের বিভিন্ন স্থানে দাগ দিবেন বলেও পাক কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থ-বিত্ত প্রাপ্তির পর এর ইহ ও পারলৌকিক ক্ষতিকারিতা থেকে মুক্তির একমাত্র পথ নির্দিষ্ট খাতে তা ব্যয় করা এবং নির্ধারিত অংশ দান করে দেয়া। এছাড়া হালাল সম্পদও হালালের পর্যায়ে থাকে না।

ধনবান মানুষের উপর আল্লাহর আবশ্যিক পাওনা হল যাকাত। টাকা-পয়সার শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত হিসেবে দিতে হয়। যে সম্পদ এক যাকাত বর্ষ অতিক্রমের পরও মালিকের হাতে থাকে তার উপরই যাকাত আসে। যাকাত ফরয হওয়ার জন্য সর্বনিম্ন সম্পদ হল সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য বা এর সমপরিমাণ টাকা বা সম্পদ। স্বর্ণের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ সাড়ে সাত তোলা। বর্তমান রৌপ্য মূল্যে যাকাত যোগ্য সম্পদের পরিমাণ কমবেশি দশ হাজার টাকা। এর যাকাত আসে মাত্র আড়াইশ' টাকা। এক লাখের যাকাত আড়াই হাজার। এক কোটির বেলায় আড়াই লাখ টাকা।

বাংলাদেশের বিত্তবানদের সাকুল্য যাকাত বছরে (একটি বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের হিসাব অনুযায়ী) অনূন্য দুই হাজার কোটি টাকা আসতে পারে। এ টাকা পরিকল্পিতভাবে ব্যয় করতে পারলে মাত্র আট বছরেই বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব। মহান আল্লাহপাকের এ আর্থিক ইবাদতটি পালন করে কি আমরা আমাদের ভাগ্যের পরিবর্তন করতে পারি না?

যাকাত সারাবছরই দেয়া যায়। তবে পবিত্র রমযানে আমলের সওয়াব বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেয়া হয় বলে অনেকেই রমযানে যাকাত দিতে আগ্রহী হন। সে মতে, চলতি রমযান মাসে আমাদের বিত্তবান নাগরিকদের প্রতি আহ্বান থাকবে, পুঞ্জানুপুঞ্জরূপে হিসাব করে নির্দিষ্ট পরিমাণ যাকাত দিন। কোরআন-হাদীস নির্ধারিত খাতে যাকাতের টাকা ব্যয় করুন। প্রয়োজনে এ বিষয়ে ইসলামী চিন্তাবিদ, আলেম-উলামা ও মুফতীগণের পরামর্শ নিন।

বস্তি ও কুটিরের বাসিন্দাদের গৃহনির্মাণ করে দেয়া, নারী-শিশু-বৃদ্ধ ও যুবকদের শীতবস্ত্র দেয়া, অভাবীদের লেপ-কাঁথা ও কম্বল দান করার মাধ্যমে মানবতার সেবার পাশাপাশি বিপুল সওয়াবের এ মওসুমকে কাজে লাগানো যায়।

যাকাতের টাকায় দরিদ্র মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা, বেকারদের কর্মসংস্থান, রিকসা, টেক্সী, স্বল্প পুঁজির ব্যবসা ও সেলাই মেশিনের ব্যবস্থা করে দেয়া যায়। একজন বিত্তবান বা বিত্তশালীদের একটি কনসোর্টিয়াম যদি এক বছরে একটি জনপদকে কর্মক্ষম ও দারিদ্র্যমুক্ত করতে উদ্যোগী হয় তাহলে দীর্ঘদিনে হলেও এদেশের

ধ্বংসাত্মক গরীবী দূর হবে। সরকার ও সংশ্লিষ্টদেরও ব্যাপক সমন্বিত চিন্তায় যাকাতভিত্তিক সুদবিহীন অর্থব্যবস্থার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। অন্যথায় এ জাতির অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে না। সুদের শোষণ একটি ব্যক্তিকে যেমন দেউলিয়া করে দেয়, একটি জাতিকেও এ ব্যবস্থা উচ্ছনে যেতে বাধ্য করে। বিশ্বব্যাপী সুদের ধ্বংসকারিতা সম্পর্কে জনমত গড়ে তোলার দায়িত্বও অন্যতম বৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশকেই পালন করতে হবে। আল্লাহ সকলকেই নিজ নিজ বৃত্তে সত্য পথে চলার ও সত্য কথা বলার তওফীক দান করুন।

লেখক : ইসলামী চিন্তাবিদ, মুফাসসিরে কোরআন, সাবেক এমপি, প্রিন্সিপাল, মাদরাসা দারুল উলুম,  
মিরপুর-৬।

## রমজান

### রুহুল আমীন খান

মানুষ ফেরেশতা নয়, নয় পশু  
এর মাঝখানে  
মালায়েকী-বাহায়েমী খাসলতের  
নিপুণ মিশ্রণে  
সে এক অপূর্ব সৃষ্টি  
ভৌতিক যদিও দেহ তার  
বিপুল শক্তির উৎস অবিনাশী চিন্ময় আত্মার  
অধিকারী সেই সাথে।  
দুয়ের বিচিত্র সমন্বয়  
আশরাফুল মাখলুকাত সৃষ্টির বিস্ময়।  
তার মাঝে লুক্কায়িত অনাদি সত্তার দীপ্ত নূর  
তার মাঝে সুগু চির অসীমের সুর  
অনন্ত বিসারী সম্ভাবনা  
পার হয়ে যাবে সে তো দিগন্তের সকল সীমানা।

সে যে প্রতিনিধি খোদ মহান আল্লার  
এই সৃষ্টি রাজ্য এই বিশ্ব পরিবার  
প্রতিপালনের ভার তাঁর কাঁধে ন্যস্ত সমর্পিত  
স্রষ্টার উদ্দেশ্য হবে তার মধ্য দিয়ে রূপায়িত।  
কিন্তু জড়-জড়ের সন্ধানে নিতি ধায়  
ভোগের রাজত্বে পশি আপন মহিমা ভুলে যায়

উর্ধ্ব থেকে উর্ধ্বলোক উড্ডয়ন ডানা  
ভেঙ্গে যায় । গতির সীমানা  
ক্রমে হয়ে আসে সঙ্কুচিত  
নিজেরে ঘেরিয়া শুধু বার বার হয় আবর্তিত  
উর্গনাভ যথা  
নিঃশেষে হারিয়ে ফেলে সৃষ্টির লক্ষ্য, সার্থকতা ।

এই আত্মভোলা ভ্রান্ত মুসাফিরে ফের  
সত্যিকার গতিপথে সম্ভাবনা দীপ্ত জীবনের  
চালাতে আবার  
দীক্ষা নিয়ে সংযমের, ত্যাগ, তিতিক্ষার  
সে মহা শক্তির পুনঃ শুভ উদ্বোধন  
বার্তা নিয়ে, বৎসরান্তে বিধাতার শ্রেষ্ঠ অবদান  
দুয়ারে হাজির হয় মোবারক মাহে রমজান ।